মডিউল-২৬

সেমিস্টার-IV

কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-10

কোর্স নাম-বাংলা কাব্য কবিতা

মিলন মণ্ডল

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

পর্ব-১ : কবিতা-প্রার্থনা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিন্যাসক্রম

২৬.১ উদ্দেশ্য

২৬.২ প্রস্তাবনা

২৬.৩ মূলপাঠ: 'প্রার্থনা'-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬.৪ সারাংশ

২৬.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

২৬.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২৬.৭ উত্তর সংকেত

২৬.১ উদ্দেশ্য

- বাংলা কাব্য ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলি সম্পর্কে অবগত হবে।
- কবি রবীন্দ্রনাথকে জানতে পারবে।
- রবীন্দ্র মন ও ভাবকে বুঝতে পারবে।
- 'নৈবেদ্য' কাব্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
- 'প্রার্থনা' কবিতাটির ভাব ও ভাষার তাৎপর্য বুঝতে পারবে।
- 'প্রার্থনা' কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে জানতে পারবে।

২৫.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠের ফলে পাঠক-পাঠিকারা কবি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যের পর্যায় সম্পর্কে অবগত হবে। 'নৈবেদ্য' কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মূর্ত ধারণা প্রকাশিত হল। কবি জগৎকে ভালোবেসে প্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রেমের মেলবন্ধন ঘটালেন নৈবেদ্যর

নানা কবিতায়। নৈবেদ্যর 'প্রার্থনা' কবিতাটির মধ্যদিয়ে কবি যুবসমাজকে ভয়হীন হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। কবিতাটি সনেটধর্মী কবিতা। সনেটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কবিতাটি রচিত হয়েছে। অষ্টক ও ষটকের মিল বিন্যাসে কবিতাটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

২৫.৩ মূল পাঠ-'প্রার্থনা'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি;
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত॥

২৬.৪ সারাংশ

'প্রার্থনা' কবিতাটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে 'নৈবেদ্য' কাব্যের অন্যান্য কবিতাগুলির সম্যক পরিচয় জানা দরকার। নৈবেদ্য কাব্যের 'জনারণ্য, 'প্রাণ', 'দেহলীলা', 'মুক্তি', 'জন্ম', 'মৃত্যু', 'নিবেদন' প্রভৃতি কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের নানবিধ ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। 'নৈবেদ্য' কাব্যের মধ্যে মঙ্গলময় চিন্তাধারার জয়গান করেছেন। কবি বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি চান না। অসংখ্য মানুষের মাঝে তিনি বেঁচে থাকতে চান। তাই কবি বলেছেন, ''বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।'' আসলে কবি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আপামোর মানুষকে সচেতন করেছেন। ভারত মাতার সন্তানদের লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় থেকে দূরে সরিয়ে না রেখে তাকে জয় করতে বলেছেন। এই দুর্ভাগা দেশের সকল জনগণকে মুক্তির স্বাদ এনে দিতে চেয়েছেন। প্রকৃতি থেকে রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে মানুষকে আত্মনির্ভর হতে বলেছেন। 'প্রার্থনা' কবিতাটি কবির সেই ভাবনারই ফসল। কবি তাই বলেছেন 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' অর্থাৎ চিত্তকে আমাদের ভয়শূন্য করতে হবে, মাথাকে উচ্চশিরে আসীন করতে হবে। জ্ঞানকে মুক্ত করতে হবে। গৃহের প্রাচীরে বন্ধ করে রাখলে হবে না। সকলের জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দিতে

হবে। এই পৃথিবীকে এক শ্রেণির মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছেন। তবুও পৃথিবীর সকল দেশের মানুষগুলি আশায় বাঁচে। দেশে দেশে চলতে থাকে নানা কর্মশালা। যেখানে নানা প্রকার-আচার-সংস্কার মানুষকে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে। সেই আচার সংস্কার মরুবালু রাশির সমান। মানুষের অগ্রগতিকে যে আচার বাধা দেয় তাকে বর্জন করতে হবে। মানুষের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে। যেখানে তুচ্ছ আচার বিচারের পথকে গ্রাস করে ফেলছে সেই আচারকে ত্যাগ করতে হবে। তাই কবি জগৎ পিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, তুমিই পার আপামোর মানুষকে সৎকর্ম, সৎ চিন্তা ও সৎ পরামর্শ দিতে। তুমিই পার মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে। তোমার নির্দেশিত পথেয় ভারতবর্ষ স্বর্গের দ্বারে পৌঁছে যাবে। ভারতবর্ষের মানুষ খুঁজে পাবে মুক্তির স্বাদ, জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন অলংকৃত করবে। কবির এই আশায় আলোচ্য 'প্রার্থনা' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে কবিতাটি সনেট ধর্মী কবিতা। অষ্টক ও ষটকের মিল বিন্যাসে কবিতাটি রচিত হয়েছে। অষ্টকের মধ্যদিয়ে কবি পাঠকের সামনে কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন। আর ষটকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অষ্টকে যে ভাবটি কবি বলতে চেয়েছেন, ষটকে সেই ভাবকেই পূর্ণতা দিয়েছেন। মিল বিন্যাসের ক্ষেত্রে কবিতাটিতে দেখা যায়—অষ্টকের মিল বিন্যাস কক, খখ, গগ, ঘঘ। আর ষটকের মিল বিন্যাস হল—ঙঙ. চচ. ছছ। কাজেই গঠন বিন্যাসের ক্ষেত্রেও কবিতাটি যথার্থ সনেটরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাব পরিকল্পনা প্রকাশে কবিতাটি অনন্যরূপ লাভ করেছে।

২৬.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. (ক) 'প্রার্থনা' কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

(খ) প্রার্থনা' কবিতা কী ধরনের কবিতা?

(গ) কবিতাটির চরণ সংখ্যা কয়টি?

(ঘ) 'নৈবেদ্য' কাব্যের প্রকাশকাল সহ দুটি কবিতার নাম লিখুন।

(ঙ) সনেটের কটি পর্যায় ও কী কী?

২. রচনাধর্মী প্রশ্ন

(ক) 'প্রার্থনা' কবিতার মূল ভাব কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(খ) কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

২৬.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(১) সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(২) রবি রশ্মি (১ম ও ২য় খণ্ড)—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

(৩) রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ–প্রমথনাথ বিশী।
(৪) রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা–উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
(৫) রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা– অজিতকুমার চক্রবর্তী।

২৬.৭ উত্তর সংকেত

২৬.৫.১ (ক) নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
(খ) 'সনেট ধর্মী' কবিতা।
(গ) ১৪টি।
(ঘ) ১৯০১ সালে, মুক্তি, জন্ম।
(ঙ) দুটি পর্যায় –অষ্টক ও ষটক।

২৬.৫.২ (ক) ২৬.৪ অংশ দেখুন।
(খ) ২৬.৪ অংশ দেখুন।